# ফিরিঙ্গিদের চোখে দুর্গাপুজো

## শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

সেকালের বধকুপের নায়ক হলওয়েল যেন আলোর সমুদ্র দেখলেন হিন্দুদের দুর্গাপূজার আঙিনায়। ১৭৫৬ সালের বিশে জুনের ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডিকে তিনি কলকাতার এক বিশেষ স্মারকের মর্যাদা দিয়েছিলেন—সেই জন জোফানিয়া হলওয়েল ছিলেন কলকাতার তৎকালীন জমিদার। সেই সাদা জমিদার যে কালা জমিদারদের বাড়িতে দুর্গা দেখতে যেতেন তার প্রমাণ আছে তাঁর লেখা গ্রন্থ ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট-এ। ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডির দশ বছর বাদে লেখা হয়েছিল সেই বই। ইতিহাসের কাছে কুখ্যাত, মিথ্যাকথক হলওয়েলকে একটি উজ্জ্বল সত্যি কথা সেদিন লিখতে হয়েছিল—Doorgah Pujah is the grand general feast of the Gentoos। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বাঙালি জেন্টুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গাপুজো।

হলওয়েল সাহেব যে দুর্গামূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন আজকের দিনের মানুষ তা পড়লে হাসবেন। কেন্দ্রমণি অবশ্যই সিংহবাহিনী দুর্গা। তাঁকে ঘিরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, গণেশ, রামচন্দ্র এবং কার্তিক। দুই মেয়ে, দুই ছেলে এবং পতিদেবতা এঁদের কথা বোঝা গেল। কিন্তু আহা রামোচন্দ্রো, রাম এলেন কোত্থেকে। সব দেবদেবীর-ই বাহন আছে বলে রামকেও বাহন বানরারূঢ় দেখানো হয়েছে। হলওয়েল শিবের বাহনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন—এটি সাদা তার অর্থ পবিত্রতা এবং আধিপত্যের প্রতীক। শিবের গলায় সাপ, দুই হাতে ডমরু ও শিঙ্গা।

সবে কিছুদিন হল পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির নিশান উড়িয়েছেন কর্নেল ক্লাইভ। এবারে তিনি লর্ড। গভর্নরের দেওয়ান রামচাঁদ-এর মুন্সি হলেন গিয়ে নবকৃষ্ণ। মাসে ষাট টাকা মাইনে হলে হবে কি : উৎসরে, পরবে, আদ্যশ্রাদ্ধে খরচের বহর আকাশছোঁয়া। ১৭৫৭ সালে মাতৃশ্রাদ্ধে নবকৃষ্ণ খরচ করেছেন ন-লাখ টাকা। তিনি যে দুর্গাপুজো উৎসবে টাকার শ্রাদ্ধ করলেন এ কার অজানা।

কর্তাভজা এই সম্প্রদায় পুজোয় ডাকতেন ফিরিঙ্গিদের। তাঁর ভবনে দুর্গাপুজোয় রবার্ট ক্লাইভ এলেন। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি নাকি এতই খুশি যে নবকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গাপুজোয় বলি চড়িয়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন তিনি।

রাজা নবকৃষ্ণ ছাড়া সেকালে অগ্রণী পূজারী ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, কেষ্টচাঁদ মিত্র, দর্পনারায়ণ ঠাকুর এবং বারণসী ঘোষ। ১৭৯২-র ১৮ সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' কাগজখানা খুলে দেখুন। পুজোর ব্যাপারে এঁদের কীর্তিকলাপ জানতে পারবেন। এঁরা এক হাতে সাহেব ফিরিঙ্গি পুজো, অন্য হাতে দুর্গাপুজো করতেন, শারদীয় উৎসবের দিনে।

বেশ কিছুদিন পরে হলেও ঈশ্বর গুপ্ত শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর উৎসব সম্বন্ধে লিখেছেন—

পূজাস্থলে কালিকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা
যিশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা?
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে,
দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে।
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে
সাহেব খাইলে মদ মুক্তিপদ পাবে?

নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপুজোয় ক্লাইভের আগমনের কথা মনে রেখে 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত'-এ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখলেন 'মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশি যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোরঘটায় দুর্গোৎসব করিবার জন্য উত্তরের রাজবাটী এত সত্ত্বর নির্মাণ করিয়াছিলেন যে শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার দুর্গোৎসবের উদ্বোধন হইতে বাইনাচ আরম্ভ হইত, তাহা দেখিবার জন্য শহরে বড় শহরের বড় বড় সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এবং এখনও হন। সাহেবরা এই নৃত্যোৎসবকে পলাশি যুদ্ধজয়ের স্মৃতি-উৎসব বলিয়া সাদরে যোগদান করিতেন এবং আজিও করেন।'

এ থেকেই বোঝা যায় ঘোরঘটায় দুর্গোৎসব করা এবং পলাশি যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি উৎসব হিসেবে এই অনুষ্ঠানকে গণ্য করানোর মধ্যে সেদিনের ফিরিঙ্গিকুলের প্রচ্ছন্ন চাপ ছিল। সাদা প্রভুর জাত হিসেবে ইংরেজরা তখন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নবলব্ধ প্রজাদের সঙ্গে যোগসূত্র গড়তে চাইছে। আর দেশীয় রাজন্যবর্গ উদ্বাহু হয়ে তাঁদের ডেকে আনছেন নাটমণ্ডপে, নাচঘরে। ১৮২১ সালের রঙ্গব্যঙ্গের পত্রিকা 'বসন্তক' ছড়া কেটে জানাচ্ছে— বাঙালি রাজা জমিদারদের মনের কথা—

'আর এক সাধ মনে জাগে অবিরত।
বড়বড় লালমুখসাহেব বিবী যত।।
নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিব সে সভায়
পা দিয়ে সিংহের ঘাড়ে দেখিবে দুর্গায়।।
রাজবংশ তারা ঠিক ঠাকুর সমান।
এতে গৃহস্থের কিছু নাহি অপমান।।
এতে তার বহু মান ভেবে দেখ মনে।
এসেছে সাহেব বিবী যাহার ভবনে।।
সবে বলে তাহার কত না ভাগ্যোদয়।
আসে যার ভবনে সাহেব মহোদয়।।
আবার পা দিয়ে সিংহে দেখিলে প্রতিমা।
তাহার ভাগ্যের আর নাহি থাকে সীমা।।'

সুতরাং সেকালের কলকাতায় বড়ো বাড়িগুলোর দুর্গোৎসব অনেকাংশেই সাহেবসুবো-

তোষণ-উৎসব বলে নিন্দিত হয়েছে কবি ছড়াকারদের ক্ষুরধার কলমে। দুর্গাপুজো বর্ণনায় শিল্পীরাও পিছিয়ে রইলেন না। ১৭৯৯ সালে অষ্টাদশ শতক আগামী শতাব্দীতে ঢলে পড়ার আগেই বেলজিয়ান চিত্রকর কলকাতায় বসে দুর্গাপুজোর ছবি আঁকলেন। সেই বোধহয় এক ফিরিঙ্গির চোখে দেখা প্রথম দুর্গাচিত্র। এই ছবিতে একচালায় তিন খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে তিন দেবী। মধ্যে দুর্গা। দুপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী। দেবী দশভূজার দীঘল আদলের মুখ। দশটি হাত তবে বাঁহাতে ধরা ত্রিশূল। দুই পুরোহিত পূজার আয়োজন করছে কিছুটা ঝুঁকে। তাদের গায়ে উত্তরীয় পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। অন্য দুজন মানুষ আদুড় গায়ে বসে পুজো দেখছে। দেবীর চেহারায় দৈবভাব নেই। শীর্ণাসুন্দরী এক বিদেশিনীর ছায়া যেন তাঁর মুখে।

চলুন ছবির রাজ্য ছেড়ে কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে একবার ১৮২৯ সালে যাই। ক্লাইভের পরে বনেদিবাড়ির পুজোর আসরে যে গভর্নরের নাম সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তিনি লর্ড বেন্টিঙ্ক। শোভাবাজারের রাজবাড়িতে সেদিন নবকৃষ্ণ নেই। অনেককাল আগেই সাধনোচিত ধামে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু রাজা শিবকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ তো আছেন। লাটবাহাদুরের পক্ষে তাঁদের যোগাযোগ সিরাজের পরাজয়ের দিন থেকে। সুতরাং সে বছরের ১২ অক্টোবরের হরকরা কাগজখানা লিখল—'At about ten O'Clock Rajas Shibkissen and Kaleekissen their brethren had the great honour of receiving Lord Combermere and suite, shortly after after which came in Lord and Lady Bentinck with their suites when God save the King was struck up and their Lordships were seated on a golden sofa, placed at the centre of the nautch place' লর্ড বাহাদুরেরা বাইনাচ দেখলেন দুর্গাপুজোর আসরে। এবং পরমপ্রীত হয়ে গমন করলেন লাটপ্রাসাদে। সেদিন ছিল নবমী নিশি যাকে কোনোদিন পোহাতে দিতে চান না কবি আর সেই হুজুগে দুর্গাপূজক সন্তানেরা। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার ২৫ আশ্বিন, ১২৩৬ সংখ্যা লেখা হল—মৃত মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটীতে, নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুক্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুক্ত কম্বরমীর ও প্রধান প্রধান সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন। পরে দুই দণ্ড পর্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শনও শ্রবণরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন।'

যাক সে, আজকের দিনের মন্ত্রীদের মতো লাটবাহাদুরদের এ বাড়ির বড়ো মানুষের ঘরে গেলে ও বাড়ির বড়ো মানুষের বাড়িরও পদধুলি দিতে হত। নইলে নজরানার বহর কমে যেত। তাই শোভাবাজারের অন্যতরফ নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহনের দুর্গামণ্ডপেও তাঁকে যেতে হল।

সেই ১৮২৯-এরই এক ইংরেজি দৈনিকে লেখা হল—On the night of wednesday last the splendid mansion of Baboo Gopeemohun Deb were magnificently decorated and the nauteches of nauteh girl greatly pleased me. এই 'me' টি আর কেউ নন, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। আর খবরের কাগজের সম্পাদকমশাই টিপ্পনী

জুড়লেন, 'Their Lordships and Lady B being pleased with the songs and nautches, saw the goddess Doorgah out of curiosity and leaving the Raja after an hours stay. ...'

ফিরিঙ্গি সাহেব মেমদের চোখে দুর্গাপুজো 'কিউরিওসিটি' উদ্রেক রয়েছে অনেক কাল পরেই। কলকাতায় প্রাচীনতর বাসিন্দা শেঠদের বাড়ির দুর্গোৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। বিশেষ করে বিসর্জনের দিনে দুর্গা প্রতিমার বর্ণনা তাঁর চোখে অনবদ্য। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ফ্যানী পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলে ধরেছেন পুজামণ্ডপে সমারোহের বিশালতা। পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা বয়ে যেত সেদিনের পুজোর আনন্দে, রোশনাইয়ে, নাচে, গানে, হুল্লোড়ে। কলকাতার বনেদি পরিবারের পুজোর বিলিতি গড়ের বাদ্য না হলে মন উঠত না দেশি সাহেবদের। ১২৬১-র ২৪ আশ্বিন ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর লিখল—'নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে। শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্যগীতাদির মহাধুম হইয়াছিল। সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, লোভদেবের প্রিয় শিষ্য, শ্বেতাঙ্গ ও আন্দ্র পিন্দ্রু ডোমিস ও গানসোলবস্ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাহারা মোদের বেলাত মোদের কুইন বলিয়া গর্ব পর্ব বৃদ্ধি করেন তাঁহারা এই পুজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদরপূরণ করিয়াছেন।...যে দিবস ইংরাজদিগের সভা হইয়াছিল সেই দিবস অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তথায় সমাগত হইয়াছিলেন।'

গোপীমোহনের ছেলে রাজা রাধাকান্ত দেবও পিতৃপুরুষের সাহেবী তোষামোদ থেকে বিরত হননি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখেছিলেন—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পূজার সময় সাহেবদিগকে আহার নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। উইলসনের দোকানের বিলেতি খানা আসত সেখানে। এছাড়া পিটার নামের এক ফিরিঙ্গি সাহেবের জিমন্যাস্টিক দল শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দুর্গা দালানে ট্রাপিজ রিং, হরাইজণ্টাল বার, গ্রাউণ্ড একসারসাইজ প্রভৃতি কসরত দেখিয়ে মুগ্ধ করে দিতেন দর্শককে। নবগোপাল মিত্র পিটারের জিমন্যাস্টিক দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে হিন্দুমেলার বাঙালি ছেলেদের জিমন্যাস্টিক শেখাতে ওই ফিরিঙ্গিকেই নিযুক্ত করেন একশো চল্লিশ টাকা মাস মাইনায়।

সেকালের দুর্গোৎসবে বাই নাচের কথা সর্বজনবিদিত। 'প্রাচ্যের ক্যাটালিনী' নর্তকী নিকি, সুপনজান, হিঙ্গল, আশরম, নান্নিজানেব আসরে জমজমাট সেদিনের রাজবাড়িগুলো। কিন্তু দিশি মেয়েমানুষে কী মন ভরে। তাই প্রমোদে বৈচিত্র আনার জন্য রাধাকান্ত মারলেন আরেক টেক্কা। ১৮৫৫ সালে শোভাবাজারে দুর্গাপুজোর দিনে মেম বাঈজি আনার ব্যবস্থা করলেন। যার এক রাতের দক্ষিণা দুশো টাকা। কালা আদমির মনোরঞ্জনে শ্বেতাঙ্গিনী আসবে। গোটা শহরে ঢি ঢি পড়ে গেল। অক্টোবরের ১৩ তারিখ সেকালের সাহেবি কাগজ 'মর্নিং ক্রনিকল' খবর দিল—শোভাবাজার রাজবাড়িতে মেম বাঈজির নাচ দেখার টিকিটের

জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। গাদা গাদা লিখিত আবেদন প্রতিদিন জমা পড়ছে অগুন্তি।

এমনই এক বাই নাচের আসরে পুজোর দিনে উপস্থিত ছিলেন এক নিম্নপদস্থ তরুণ সাহেব সেনানায়ক। নাম ফেভারিক উইন। তাঁর স্মৃতিকথায় সেই সাহেবসেনানী লিখেছিলেন—ধনী ভারতীয়দের একমাত্র আমোদ নাচ। দুর্গাপূজার সময় ইহা বড় অধিক দেখা যায়। মিতব্যয়ী হিন্দুরা সমস্ত বৎসর কোনোক্রমে ভাত-কাপড় মাত্র কিনিয়া সব সঞ্চিত ধন এই সময় আড়ম্বর ও আমোদ উড়াইয়া দেয়।'

ফিরিঙ্গিদের মধ্যে তবে এমনও মানুষ ছিল! পুজোয় তবু বাই আসরে এসে জমতেন রাজপুরুষ, উচ্চবর্ণের কর্মচারী থেকে শিল্পানুরাগী সাহেবরাও। এমনই এক শিল্পী প্রিন্স এ সলাটকক। ১৮৫৮ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে দুর্গোৎসব এবং বাই নাচরে আসরে গেঁথে নিয়েছেন তাঁর ছবির ক্যানভাসে। মুকুটধারী রাজা মহারাজা যুবরাজ সাহেব-মেম, নর্তকী, টানা পাখা, ঝাড়লণ্ঠন, অবশেষে উচ্চ মঞ্চে সপরিবারে দুর্গা তাঁর ছবির বিষয়।

জাতফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী থেকে শুরু করে লাটবেলাট, মেম বাইজি, সাহেব পটুয়া জড়িয়ে আছে তিনশো বছরের কলকাতার দুর্গাপুজোর সঙ্গে! কেউ মোহমদে মত্ত হয়েছে। কেউ তোসামোদে বিদ্ধ, কেউ বা রূপে, কৌতুকে ভুলেছে দেবীকে সেসব কাজ হয়তো গতায়ু কিন্তু একালেও আছে অদম্য বিদেশি কৌতূহল বাঙালির দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। ফিরিঙ্গিয়ানা কিন্তু শেষ হয়নি। হবেও না কলকাতা যতদিন আছে।